আমাদের সময়

তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

■ অবসর সুবিধা বোর্ডের কার্যক্রম স্থবির

শিক্ষকদের হয়রানি বন্ধ হোক

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব আর বোর্ড পুনর্গঠন না হওয়ায় জোড়াতালি দিয়ে চলছে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'। সারা দেশের ৪৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধার টাকা পাওয়ার আবেদন করে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন ৪ বছর ধরে। গত জুনের পর থেকে কার্যত অচল এ বোর্ড। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মেয়াদও আগামী এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কল্যাণ ট্রাস্টে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রায় ২৫ হাজার আবেদন জমা পড়ে আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের এই করুণ দশার জন্য প্রথমত দায়ী সরকারি বরাদ্দের স্বল্পতা। প্রতিষ্ঠার পর এককালীন কিছু টাকা দেওয়া ছাড়া সরকার এ খাতে আর কোনো বরাদ্দ দেয়নি। এমপিওভুক্ত প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মূল বেতনের ৪ শতাংশ হারে প্রতি মাসে অবসর সুবিধা খাতের জন্য জমা হয় প্রায় ১৭ কোটি টাকা। অথচ প্রতি মাসে যে সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি থেকে অবসরে যান তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে প্রয়োজন ৫৬ কোটি টাকা। একজন সরকারি চাকুরে উৎসব, মেডিক্যাল ভাতাসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। পান অবসর-পরবর্তী বিরাট অঙ্কের টাকা ও পেনশন সুবিধা। অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা বঞ্চনার সঙ্গে বসবাস করেন দীর্ঘদিন ধরে। তারা চাতকের মতো চেয়ে থাকেন ৬০ বছর পার হলে যে অবসর-ভাতা পাবেন সেদিকে।

সারা দেশের এমপিওভুক্ত পৌনে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর-উত্তর ভাতা প্রদানের কাজ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড। ২১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডে পদাধিকারবলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হন ভাইস চেয়ারম্যান। বোর্ডের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সরকার নিযুক্ত একজন সদস্য সচিব। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলোর ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন কর্মকর্তা ও তিনজন কর্মচারী বোর্ডে থাকেন।

মূলত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাওনা মেটাতে পারা যাচ্ছে না সরকারি তহবিলের অভাবে। এ অবস্থায় আবার জুনে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বোর্ড পুনর্গঠন না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে কোনো সদস্য সচিব নেই। আমরা আশা করব, সরকার অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর-ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, এর অবসান করবে।